ই ভোরের কাগজ

সংস্করন: নগর, পাতা- ১

শুক্রবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, ৯ আশ্বিন ১৪২৮

ব্যাংক খাতের জন্য অশনিসংকেত

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, *সাবেক গভর্নর, কেন্দ্রীয় ব্যাংক*

কাগজ প্রতিবেদক : অস্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তার মতে, অর্থনীতির সঙ্গে দেশের ব্যাংকিং খাতের আকারও বাড়ছে। কিন্তু চুরি, জালিয়াতির মতো সমস্যা রয়েই গেছে। ব্যাংকিং লেনদেনের সময় শেষে ইউনিয়ন ব্যাংকের ভল্ট থেকে কোনো গ্রাহককে টাকা দেয়াকে টেম্পোরারি তহবিল তছরুপ বলেও মনে করেন তিনি। এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া না হলে ব্যাংকিং খাতের জন্য তা অশনিসংকেত হবে বলেও মনে করেন এ অর্থনীতিবিদ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরের কাগজের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এসব কথা বলেন তিনি। ➤ এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

ব্যাংক খাতের জন্য অশনি সংকেত

● প্রথম পাতার পর

ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, ২০০৩ সালে হাওয়া ভবনের টেলিফোনে তৎকালীন ওরিয়েন্টাল ব্যাংক (বর্তমানে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক) থেকে ৫৭৪ কোটি টাকা কোনোরকম চেক না লিখেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এক বছর জেল খাটেন। অথচ তিনি নিরপরাধ ছিলেন।

এই অর্থনীতিবিদ বলেন, ব্যাংকিং করার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিয়মকানুন মানতে হবে। এমন কোনো ভিভিআইপি থাকা উচিত নয়, যার কথায় অফিস সময়ের পর ১৯ কোটি টাকা ব্যাংকের ভল্ট থেকে দিয়ে দিতে হবে। এটাকে বলা হয় টেম্পোরারি তহবিল তছরুপ। এজন্য অবশ্যই ব্যাংক দায়ী। ব্যাংক এটা কোনোভাবেই করতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন না করলে এই টাকাটা আদৌ জমা হতো কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, একজন ব্যাংকার হিসেবে আমার সুপারিশ হচ্ছে– এসব ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্ত বা সরিয়ে দিলেই হবে না, যত দ্রুত সম্ভব ক্রিমিনাল মামলা করতে হবে। আমি মনে করি, মামলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এটাকে আমলে নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। কারণ এসব বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে এ ধরনের অপরাধ হতেই থাকবে।

ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের অভাব চলছে উল্লেখ করে সাবেক এ গভর্নর বলেন, ইউনিয়ন ব্যাংকের এ ঘটনায় যদি কঠোর ব্যবস্থা না নেয়া হয়, তাহলে এটা অবশ্যই ব্যাংকিং খাতের জন্য একটি অশনি সংকেত হবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যদি ফৌজদারি মামলা না করেন, তাহলে এটা অবশ্যই তহবিল তছরুপ। এ বিষয়ে অবশ্যই এমডিসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপরেও বাংলাদেশ ব্যাংক সন্দেহ করতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

সম্পাদক: শ্যামল দত্ত , প্রকাশক: সাবের হোসেন চৌধুরী

কর্ণফুলী মিডিয়া পয়েন্ট, তৃতীয় তলা, ৭০ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, (নিউ সার্কুলার রোড, মালিবাগ),

ঢাকা-১২১৭ ফোন: ৯৩৬০২৮৫, ৮৩৩১০৭৪ ফ্যাক্স: ৯৩৬২৭৩৪, সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন : ৮৩৩১৮০৬